ইত্তেফাক

তারিখ 0 9 JAN 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

041

১৩টি কলেজ অধ্যক্ষের যুক্ত বিবৃতি

(চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

৮ই জানুয়ারী—চট্টগ্রাম জেলার ১৩টি কলেজের অধ্যক্ষগণ এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষের রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এইসব কলেজের ১৯৮৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে ইতিমধ্যে অনেক ছাত্রছাত্রী তাহাদের পরবর্তী ভর্তির সুযোগ হারাইয়াছে।

একইভাবে কলেজ পরিদর্শকের অবহেলার কারণে সরকারী অনুমোদন থাকা সত্বেও ঐ সমস্ত

(১২শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

যুক্ত বিবৃতি

(১ম পৃঃ পর)

কলেজের কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার রেজিষ্ট্রেশন করা হয় নাই। অথচ আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফরম জমা দিতে বলা হইয়াছে। ইহা-ছাড়া, বিভিন্ন কলেজের অনুমোদনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও নবায়নের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নীরব রহিয়াছেন। এই অবস্থায় ১৯৮৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ফলাফল প্রকাশ এবং ১৯৮৬ সালের পরীক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশনের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। নিম্নলিখিত কলেজসমূহের অধ্যক্ষগণ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন: বাঁশখালী ডিগ্রী কলেজ, আলাওল কলেজ, চকোরিয়া কলেজ, বার আউলিয়া কলেজ, রাউজান কলেজ, গহিরা কলেজ, ফতেয়াবাদ কলেজ, হাটহাজারী কলেজ, ইমাম গাজ্জালী কলেজ, উত্তর রাঙ্গুনিয়া কলেজ, দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া পদুয়া কলেজ, নওয়াপাড়া কলেজ ও ইসলামীয়া কলেজ।